The Faculty Journal of Arts, University of Rajshahi
Volume 38, December 2024, ISSN 1813-0402

ঐশী ধর্ম গ্রন্থসমূহে শাফা'আতের ধারণা: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

[The Nature of Shafa'at in the Devine Scriptures: A Comparative Review]

Md. Mahbubur Rahman
PhD Fellow, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
University of Rajshahi
Volume-38, December-2024
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI: 10.64487

Received : 04 July 2024
Received in revised: 20 February 2025
Accepted: 07 January 2025
Published: 10 August 2025

Keywords:
Shafa'at, Akhirat, Shafa'at e Kubra, Barzakh, Hashar

ABSTRACT

This research aims to highlight the basic structure and nature of Shafa'at, or recommendation, and its importance in the context of divine religions. The concept of Shafa'at is a profound theological principle where a prophet, saint, or righteous person intercedes on behalf of others, asking for forgiveness or favors from God, underscoring the mercy and compassion of God, as well as the special status of certain individuals in the spiritual hierarchy. This concept is particularly significant in Islam, but it also has parallels in other religions. Christianity strongly emphasizes intercession, especially through Jesus Christ as the mediator, and in many denominations, through saints and Mary. Judaism acknowledges limited intercession, particularly in the form of prayer by righteous individuals (tzaddikim), prophets, or angels. Believing in Shafa'at is made part of faith. Every divine religion has many instructions and discussions about the Shafa'at in its respective scriptures. They play a significant role in shaping moral conduct, spiritual aspirations, and understanding life's purpose within each faith tradition. This is an analytical research that is conducted following the content analysis method. No work of this title has been done before. Although partial work has been done around this title, it does not bring out the main point. If this research is done well, many people, especially students of Islamic Studies, will benefit.

ভূমিকা

মহান আল্লাহ হযরত ইসরাফিল আ. কর্তৃক সিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার মাধ্যমে আখিরাত পর্ব শুরু করবেন। তখন সমস্ত মানুষ হাশরের ময়দানে একত্রিত হয়ে নিজ কর্মের বিচারকার্যের জন্য অপেক্ষা করবেন। বিচারকার্যে যাদের সওয়াবের পাল্লা ভারী হবে তারা জান্নাতের নিয়ামতে ভূষিত হবে। অন্যদিকে, যাদের পাপের পাল্লা ভারী হবে তারা জাহান্নামের শাস্তিতে নিমজ্জিত হবে। সেদিন পাপী ও অসহায় ব্যক্তিরা আল্লাহর অনুমতিতে নবী-রাসূল ও বিশেষ ব্যক্তিদের থেকে তাদের মুক্তির জন্য যে বিশেষ সুপারিশ কামনা করবে তাকেই শাফা'আত বলে। শাফা'আত আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য বিশেষ নিয়ামত। বান্দার যখন কিয়ামতের দিনে স্বীয় পাপের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হবে, তখন আল্লাহ তাঁর বান্দাদের রক্ষার জন্য নবী-রাসূল ও তাঁর প্রিয় বান্দাদের সুপারিশ করার ব্যবস্থা করবেন। যাতে তাঁর বান্দাকে জাহান্নামে যেতে না হয়। আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী রাসূলদেরকে তাদের উম্মতের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন। শুধু অনুমতি নয়, বরং সুপারিশ করার আদেশ দিবেন। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়ে প্রত্যেক নবী-রাসূলগণ তাদের উম্মতের জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য মহান আল্লাহর কাছে এক বিশেষ দরখাস্ত করবেন। যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ক্ষমা করে জান্নাতে পাঠিয়ে দিবেন। এই বিশেষ দরখাস্তই হলো শাফা'আত। সমস্ত নবী রাসূলের মধ্যে বেশি শাফা'আত করার অনুমতি প্রাপ্ত হবেন শেষ নবী মুহাম্মদ সা.। বিশ্বনবী সা. সমস্ত মানুষদের মধ্যে বেছে বেছে তাঁর উম্মতদেরকে শাফা'আত করবেন। একজন ঘোরার মালিক যেমন ঘোড়ার পালের মধ্যে নিজের ঘোড়াকে চিনতে পারে এবং তাকে বের করে আনতে পারে, ঠিক তেমনি বিশ্বনবী মুহাম্মদ সা. কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষদের মধ্যে নিজের উম্মতকে বেছে বেছে বের করে তাদের জন্য শাফা'আত করবেন। হাদিসে এসেছে, পৃথিবীতে যত ইট বালুকণা থাকবে, তাদের সংখ্যার চেয়েও বেশি মানুষের জন্য বিশ্বনবী মুহাম্মদ সা. মহান আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন। কিয়ামতের দিন যখন সমস্ত মানুষজন অসহায়ের মতো ঘুরতে থাকবে এবং কোথাও কোনো সাহায্য পাবে না, তখন বিশ্বনবী মুহাম্মদ সা. আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করবেন। যাকে শাফা'আতে কুবরা বলা হয়।

শাফা'আত বিষয়ে প্রত্যেক আসমানী গ্রন্থে বর্ণনা এসেছে। বিশেষ করে তাওরাত, ইঞ্জিল ও আল কুরআনে শাফা'আত বিষয়ে অনেক বর্ণনা এসেছে। যদিও সব আসমানি গ্রন্থের বর্ণনা একরকম নয়। কোথাও শাফা'আতের গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়েছে আবার কোথাও বা যতসামান্য আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে আসমানী গ্রন্থেসমূহে শাফা'আতের তুলনামূলক আলোচনা করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

শাফা‘আতের পরিচয়

শাফা‘আত শব্দটি شفع ধাতু থেকে নির্গত। অর্থ সুপারিশ করা[১], প্রার্থনা করা[২], গুনাহ মাফ চাওয়া[৩], অভাবী ব্যক্তির আর্তনাদ করা[৪], ইত্যাদি[৫]। শাফা‘আতকারী কে আরবিতে شافع ও الشفيع বলা হয়, বহুবচন شفعاء। আর যিনি শাফা‘আত গ্রহণ করে তাকে المشفع বলা হয় (ফা বর্ণে যবর)। পক্ষান্তরে যার সুপারিশ গ্রহণ করা হয় তাকে المشفع বলা হয় (ফা বর্ণে যের)। যেমন হাদিসে এসেছে- إِذَا بَلَغَ الْحَدُّ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفَّعَ. "যখন সুলতান তথা রাষ্ট্র প্রধানের নিকট ‘হদ’ তথা শরী‘আত নির্ধারিত শাস্তির বিষয়টি পৌঁছে যাবে, তখন আল্লাহ সুপারিশকারী ও সুপারিশ গ্রহণকারী উপর লানত করেন।"[৬], আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ রা. থেকে বর্ণিত আছে-الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَمَا حِلٌ مُصَدِّقٌ "আল-কুরআন হচ্ছে সুপারিশকারী, যার সুপারিশ গৃহীত হবে এবং এমন পক্ষ বা বিপক্ষ অবলম্বনকারী, যার পক্ষ ও বিপক্ষ সাক্ষীকে সত্যায়ন করা হয়।"[৭]

শাফা‘আত শব্দটি জোড় অর্থেও ব্যবহৃত, যা বিজোড়ের বিপরীত অর্থ বহন করে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী, والشفع والوتر (জোড় ও যা বিজোড়)।[৮] যেহেতু সমগ্র সৃষ্টিকে মহান আল্লাহ জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ﴿ومن كل في خلقها زوجين لعلكم تذكرون﴾ "প্রত্যেক বস্তুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর।"[৯] আর বিপরীতে মহান আল্লাহ এক তথা বিজোড়। তিনি তাঁর একক অধিকারভুক্ত সৃষ্টিতে নিজ শক্তি ও ক্ষমতা যুক্ত করে অসহায়ত্ব দূর করেন। মহান আল্লাহর বাণী, ﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا﴾ "যে লোক সৎ কাজের জন্য কোন সুপারিশ করবে সে তার অংশ পাবে, আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্যে সে তার বোঝার ও একটি অংশ পাবে। বস্তুত: আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল"[১০]। উল্লেখিত অর্থ অনুযায়ী কোন দুর্বল ও অসহায়ের জন্য আখিরাতের অধিক বিপদে মহান আল্লাহর অনুমতি ও বিশেষ অনুগ্রহে নবী রাসূল ও অন্যান্য বিশেষ ব্যক্তিগণের পক্ষ হতে মহান আল্লাহর নিকট অসহায় মানুষদের মুক্তির জন্য নিজেকে যুক্ত করাকেই শাফা‘আত বলা হয়।[১১]

ইসলামের পরিভাষায় শাফা‘আত বলা হয়, الشفاعة هي التوسط للغير في جلب المنفعة أو دفع المضرة في يوم الحساب "শাফা‘আত হল বিচারের দিন অন্যের উপকার বা ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য সুপারিশ করা"[১২]

অন্যত্রে বলা হয়েছে, فهي عبارة عن طلبه من المشفوع اليه امرا للمشروع له، والتوسط للغير بجلب منفعة او دفع مضرة "শাফা‘আত হলো বৈধ কিছুর জন্য সুপারিশকারীর কাছ থেকে অনুরোধ করা, এবং অন্যদের উপকার ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য মধ্যস্থতা করা।"[১৩]

আরো বলা হয়েছে, فعل عن الغير، لاجل لغير، على سبيل التضرع "শাফা‘আত হল অন্যের পক্ষে, অন্যের জন্য, বিনয়ের একটি কাজ।"[১৪]

আল্লামা জুরজানী বলেন, السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية في حقه "শাফা'আত হলো, যার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তার জন্য ক্ষমা চাওয়া।"[১৫] শাফা‘আত কবুল হওয়ার তিনটি শর্ত রয়েছে[১৬]:

১. শাফা‘আতকারী আল্লাহর অনুমতি প্রাপ্ত হতে হবে ২. শাফা‘আত গ্রহণকারী আল্লাহর অনুমোদিত হতে হবে ৩. উভয়কেই ঈমানদার হতে হবে।

শাফা‘আতের প্রকারভেদ

শাফা‘আত ৬ প্রকার[১৭]। যথা-১. শাফা‘আতে কুবরা (তথা শ্রেষ্ঠ শাফা‘আত) ২. জান্নাতে প্রবেশের শাফা‘আত ৩. কবীরাগুনাহে অভিযুক্তদের জন্যে শাফা‘আত ৪. জান্নাতের উচ্চ মর্যাদার জন্যে শাফা‘আত ৫. হাশরের ময়দানে রাসুল সা. এর শাফা‘আত ৬. জাহান্নামের সর্বনিম্ন শাস্তির জন্য শাফা‘আত[১৮]।

১.শাফা‘আতে কুবরা (তথা শ্রেষ্ঠ শাফা‘আত)

শাফা‘আতে কুবরা তথা শ্রেষ্ঠ শাফা‘আত একমাত্র সাইয়্যেদুল আম্বিয়া মুহাম্মদ সা. এর জন্যই নির্ধারিত। কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে মানুষ যখন অসহনীয় ও চরম দুঃখ-কষ্ট ও পেরেশানীতে নিপতিত হবে এবং পিপাসিত ক্ষুধার্ত অবস্থায় দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে তাদের বিরক্তিবোধ এসে যাবে তখন সর্বপ্রথম আদম আ.-এরপর ইবরাহীম আ. তারপর মুসা আ.-এর সম্মুখে উপস্থিত হবে যাতে তারা আল্লাহর নিকট লোকদের হিসাব শুরু করার সুপারিশ করেন। কিন্তু সমস্ত

নবীরাই অপারগতা প্রকাশ করবেন। সর্বশেষে লোকেরা মুহাম্মদ সা.-এর নিকটে যাবে, ফলে তিনি আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন। হাদীসে বর্ণিত আছে-

﴾عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِ وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمَ وَلَمْ تُحِلَّ لِأَحِدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً﴿

"জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। নবী করীম সা. বলেছেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দেয়া হয়েছে যা আমার পূর্বে আর কাউকেও দেয়া হয়নি। ১. আমাকে একমাসের রাস্তায় (শত্রুর ওপর) ভীতির দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। ২. আমার জন্য মাটিকে মসজিদ ও পবিত্র বানানো হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের কারও যেখানেই নামাযের সময় হয়ে যাবে সেখানেই নামায পড়ে নিবে। ৩. আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে। যা ইতোপূর্বে কারও জন্যই হালাল ছিল না। ৪. আমাকে শাফা‘আতের অধিকার দেয়া হয়েছে। ৫. প্রত্যেক নবী প্রেরিত হতেন কেবল তার সম্প্রদায়ের জন্য, কিন্তু আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানব জাতির জন্য। ৬. কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে ক্ষুধা পিপাসিত ও ঘুমানো অবস্থায় দীর্ঘসময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যখন বিরক্তি এসে যাবে তখন তারা সর্বপ্রথম আদম আ.-এর নিকট যাবে, তারপর নূহ আ.-এর নিকট যাবে এরপর ইবরাহীম আ.-এর নিকট, এরপর মুসা আ.-এর নিকটে যাবে যাতে তারা (নবীরা) লোকদের জন্য আল্লাহ তা‘আলার নিকট হিসাব-নিকাশ করার জন্য সুপারিশ করে। কিন্তু সকল নবীই ওজর পেশ করবেন। পরিশেষে লোকেরা সাইয়্যেদুল আম্বিয়া মুহাম্মদ সা.- এর নিকট উপস্থিত হবে। ফলে রাসূল সা. আল্লাহ তা‘আলার নিকট সুপারিশ করবেন।"[১৯] একেই শাফা‘আতে কুবরা বা শ্রেষ্ঠ শাফা‘আত বলে।[২০] অপর হাদীসে বর্ণিত আছে- ﴾عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبِ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ﴿ "উবাই ইবনে কা‘ব থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন কিয়ামতের দিন হবে তখন আমিই হব নবীগণের ইমাম (নেতা), তাঁদের মুখপাত্র এবং তাদের সুপারিশকারী, এতে আমার কোনো অহংকার নেই।"[২১]

২.জান্নাতে প্রবেশের শাফা‘আত

জান্নাতে প্রবেশের প্রথম সুপারিশকারী হবেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সা.[২২]। হাদীসে বর্ণিত আছে- ﴾عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ الأَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبْعً﴿ "আনাস ইবনে মালেক রা. কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, লোকদের জান্নাতে প্রবেশের জন্য সর্বপ্রথম আমিই তাদের সুপারিশকারী। আর আমার অনুসারীর সংখ্যা হবে সমস্ত নবীদের অনুসারীর চেয়ে অনেক বেশি।"[২৩] অপর হাদীসে বর্ণিত আছে,

﴾عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الله قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ا أَتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاسْتَفْتَحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ لَا افْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ﴿

"আনাস ইবনে মালেক রা. কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন: আমি কিয়ামত দিবসে জান্নাতের দরজায় এসে তা গণনার জন্য অনুরোধ করব। তখন দ্বাররক্ষী আমাকে জিজ্ঞেস করবে, আপনি কে? আমি বলব মুহাম্মদ'। সে বলবে, আমাকে আপনার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে আপনার পূর্বে আর কারোর জন্য তা উন্মুক্ত না করি।"[২৪]

৩.কবীরা গুনাহে অভিযুক্তদের জন্য শাফা‘আত

পূর্বে কতগুলো হাদিসের উদ্ধৃতি অতিবাহিত হয়েছে, যেগুলো কবীরা গুনাহে জড়িত ব্যক্তিদের জন্য শাফা‘আতের প্রমাণ বহন করে।[২৫] হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তি আপনার শাফা‘আতের দ্বারা সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন-

﴾لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَة أَنْ لَا يَسْأَلَنَى عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ, فَأَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ فَأَذْهَبَ فَمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ! مِثْقَالَ ذَلِكَ أَدْخَلْتُهُمُ الْجَنَّةَ وَفَرَغَ اللهُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ وَأَدْخَلَ مَنْ بَقِيَ مِنْ أُمَّتِي النَّارَ مَعَ اَهْلِ النَّارِ, فَيَقُولُ أَهْلُ النَّارِ : مَا أَغْنَى عَنْكُمْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا، فَيَقُولُ الْجَبَّارُ عَزَّ وَجَلَّ: فَبِعِزَّتِي لَاعْتِقَنَّهُمْ مِنَ النَّارِ فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ فَيَخْرُجُونَ وَقَدْ امْتَحَشُوا فَيَدْخُلُونَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ فِيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي غُثَاءِ السَّيْلِ، وَيُكْتَبُ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ : هُؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الْجَبَّارِ عَزَّ وَجَلَّ﴿

"হে আবূ হুরায়রা! আমি ধারণা পোষণ করেছিলাম, এ বিষয়ে তোমার আগে আমাকে আর কেউ প্রশ্ন করবে না। কারণ, আমি দেখেছি হাদিসের প্রতি তোমার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। কিয়ামতের দিন আমার শাফা‘আত লাভে সবচেয়ে বেশি ভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি একান্ত আন্তরিকতার সাথে বলে: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ

করাবো। অতঃপর আমি যার অন্তরের মধ্যে এই পরিমাণ (ঈমান) পাব, তাকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাবো; অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মানুষের হিসেব নেয়ার কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করবেন এবং আমার বাকি উম্মতকে জাহান্নামবাসীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। অতঃপর জাহান্নামবাসীগণ বলবেঃ তোমরা যে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতে এবং তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করতে না, তা তোমাদের কোনো উপকারে আসল না; তখন পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমার ইজ্জতের কসম! অবশ্যই আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করব। অতঃপর তিনি তাদের নিকট ফরমান পাঠাবেন, তারপর তারা বের হয়ে আসবে এমতাবস্থায় যে তারা পুড়ে গেছে। অতঃপর তারা জীবন নদীতে প্রবেশ করবে, তারপর তারা তাতে সজীব হয়ে উঠবে, যেমনিভাবে স্রোতের পলিতে শস্য অঙ্কুরিত হয় এবং তাদের কপালে লিখে দেয়া হবে 'এরা পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত।"[২৬]

৪.জান্নাতের উচ্চ মর্যাদার জন্য শাফা'আত

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে উচ্চ পর্যায়ের সম্মানিত লোকের সুপারিশে নিচু পর্যায়ের লোকদেরকে উচ্চ পর্যায়ের লোকদের সমান সম্মান দান করবেন।[২৭] হাদীসে বর্ণিত আছে-

﴿عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ إِنَّ اللهَ لَيَرْفَعُ ذُرِّيَّةَ الْمُؤْمِنِ إِلَيْهِ مِنْ دَرَجَتِهِ وَإِنْ كَانُوا دُونَهُ فِي الْعَمَلِ امَنُوا لِتَقَرَّبَهُمْ عَيْنُهُ قَرَا﴾

"আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সন্তানদের মর্যাদা উচ্চ করবেন। যদিও তাদের সন্তানদের আমল সম্মানিত লোকদের সমান (আমল) না হয়। যাতে ঈমানদারের চক্ষু প্রশান্তি লাভ হয়।"[২৮]

এরপর রাসূল সা. এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانٍ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا وَالَتْنٰهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِى بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ "যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দিব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না।"[২৯]

৫. হাশরের ময়দানে রাসুল সা. এর শাফা'আত

হাদীসে বর্ণিত আছে-কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে ক্ষুধা পিপাসিত ও ঘুমানো অবস্থায় দীর্ঘসময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যখন বিরক্তি এসে যাবে তখন তারা সর্বপ্রথম আদম আ.-এর নিকট যাবে, তারপর নূহ আ.-এর নিকট যাবে এরপর ইবরাহীম আ.-এর নিকট, এরপর মুসা আ.-এর নিকটে যাবে যাতে তারা (নবীরা) লোকদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট হিসাব-নিকাশ করার জন্য সুপারিশ করে। কিন্তু সকল নবীই ওজর পেশ করবে। পরিশেষে লোকেরা সাইয়্যেদুল আম্বিয়া মুহাম্মদ-এর নিকট উপস্থিত হবে। ফলে রাসূল আল্লাহ তা'আলার নিকট সুপারিশ করবে। এছাড়াও যখন বান্দার গুণাহ ও সওয়াব সমান সমান হবে এবং তার জন্য আ'রাফ বরাদ্দ হবে, তখন বিশ্বনবী সা. তাদের জন্য শাফা'আত করবেন[৩০]। যেমন বর্ণিত আছে- ويروى عن ابن عباس –ﷺ– أنه قال: أصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم "হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আ'রাফবাসী নবী করীম (সা.) এর শাফায়াতে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।"[৩১]

৬.জাহান্নামের সর্বনিম্ন শাস্তির জন্য শাফা'আত

রাসূল সা. কে দুনিয়াতে যেসব কাফের উপকার করেছিল, তাদের জন্য রাসূল সা. আল্লাহ তা'আলার কাছে সুপারিশ করবেন। যার ফলে জাহান্নামে তাদের শাস্তি হালকা হবে।[৩২] হাদীসে বর্ণিত আছে-

﴿عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ لَا ذُكِرَ عِنْدَهُ عَنْهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَجْعَلُ فِي صَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ يَبْلُغَ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُه﴾

"আবু সাঈদ খুদরী রা. কর্তৃক বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ-এর সম্মুখে তাঁর চাচা আবু তালিবের প্রশংসা উত্থাপিত হলে তিনি বলেন- আশা করা যায় কিয়ামতের দিবসে আমার সুপারিশ তার উপকারে আসবে। তাকে অগ্নির উপরিভাগে রাখা হবে। অগ্নি তার দুপায়ের গোড়ালী পর্যন্ত পৌঁছবে। এতে তার মস্তিস্ক টগবগ করতে থাকবে।"[৩৩]

তাওরাতের বিবরণে শাফা'আত

ইয়াহুদী ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ তাওরাতে শাফা'আত বিষয়ক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। বলা যায় ইয়াহুদিরা শাফা'আতে বিশ্বাস করে না। তারা এটিকে অস্বীকার করে। তবে তাদের মূল ধর্মগ্রন্থ পরিবর্তন হওয়ার আগে তাওরাতের মূল অংশে শাফা'আতের আলোচনা ছিল। সেখানে বলা হয়েছে "কেয়ামতের দিন ঈশ্বর যখন সব পাপের বিচার করবেন তখন মুসা আ. ইহুদিদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবেন। অথবা জাহান্নামে থাকার সময়সীমা কে কমিয়ে দেবেন"। এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায় তাওরাতের মূল অংশে শাফা'আতের কথা উল্লেখ ছিল এবং তারা তাদের নবীর শাফা'আতে বিশ্বাসী ছিল।

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজিদে তাদের দাবির কথা উল্লেখ করে বলেন, ইরশাদ হয়েছে, ﴿قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ. بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ "তারা বলে, আগুন আমাদিগকে কখনও স্পর্শ করবে না; কিন্তু গণাগণতি কয়েকদিন। বলে দিন: তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে কোন অঙ্গীকার পেয়েছ যে, আল্লাহ কখনও তার খেলাপ করবেন না? নাকি তোমরা যা জানো না তা আল্লাহর সাথে জুড়ে দিচ্ছো? হ্যাঁ, যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে এবং সে পাপ তাকে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছে, তারাই দোযখের অধিবাসী তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে।"[৩৪]

তাওরাতে আখিরাতের বিভিন্ন বিষয় বিশেষতঃ শাফা'আত সংক্রান্ত বিবরণ না থাকার উল্লেখযোগ্য কারণ তাদের বর্তমান প্রচলিত ধর্মগ্রন্থ তালমুদ অনেকাংশই বিকৃত। যেমন তালমুদের দাবী অনুযায়ী ইয়াহুদীদের আত্মা অন্যান্য আত্মার চেয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কেননা তাদের আত্মা মহান আল্লাহর অংশ। যেমন পিতা-পুত্র একে অপরের অংশ।[৩৫] অনুরূপভাবে তারা মহান আল্লাহর নিকট ফিরিশতাদের চেয়েও বেশী মর্যাদার অধিকারী। যেহেতু তারা মহান আল্লাহর অংশ তথা মহান আল্লাহর সন্তান।[৩৬] আল-কুরআনে তাদের উল্লিখিত ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাক্যাবলীর যথেষ্ঠ প্রমাণ লক্ষ্য করা যায়। ইয়াহুদী জাতি আখিরাতে নির্দিষ্ট দিনের শাস্তির সম্ভাবনাকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কুরআন মাজিদে আরো উদ্ধৃত হয়েছে, ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَٰرَىٰ نَحْنُ أَبْنَٰٓؤُاْ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۖ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ﴾ "ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানরা বলে আমরা আল্লাহর সন্তান ও প্রিয়জন। আপনি বলুন: তবে তিনি তোমাদের পাপের বিনিময়ে কেন শাস্তি দিবেন? বরং তোমরাও অন্যান্য সৃষ্টমানবের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তাতে আল্লাহরই আধিপত্য রয়েছে এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"[৩৭] তালমুদের বর্তমান দাবীগুলো তাদের মনগড়া বিদ্যার বহিঃপ্রকাশ। নবী করীম সা. তাদের এধরণের মানসিকতা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আল-কুরআনে ঘোষিত হয়েছে, ﴿بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ "হ্যাঁ, যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে এবং সে পাপ তাকে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছে, তারাই দোযখের অধিবাসী তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে।"[৩৮] উল্লিখিত আয়াতসমূহে একথা প্রমাণিত হয় যে, অখিরাতের শাস্তি সম্পর্কে যেহেতু তারা নিজেদের মনের অভিব্যক্তির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং কেউ তাদের শাস্তি থেকে বাঁচানোয় জন্য অখিরাতে শাফা'আত করবে এ বিষয়ে কল্পনা করাও দুরূহ।

ইঞ্জিলের বিবরণে শাফা'আত

বর্তমান প্রচলিত ইঞ্জিলে 'ঈসা আ. কর্তৃক তাঁর উম্মাতের জন্য অখিরাতে শাফা'আত সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ বিবরণ নেই। তবে স্বীয় উম্মাতের প্ররিত্রান করার জন্য তাঁর আগমন এবং মহান আল্লাহ তাঁকে এ কারণেই পাঠিয়েছেন, এমর্মে তাঁর বিভিন্ন উদ্ধৃতি ইঞ্জিলে অসংখ্য স্থানে বিরাজমান। যেমন ইঞ্জিলে উদ্ধৃত হয়েছে, "আমাদের প্রতি আল্লাহর প্রেম এভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, যেন আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে জীবন পাই। আমরা যে আল্লাহকে অধিক ভালোবেসেছিলাম তা নয়। বরং তিনি আমাদের ভালোবেসে তাঁর পুত্রকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যেন পুত্র তার নিজের জীবন কোরবানীর দ্বারা আমাদের গুণাহ দূর করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করেন।"[৩৯] ইউহোন্নার লিপিতে 'ঈসা আ. কর্তৃক শাফা'আতের বর্ণনা বিষয়টি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে, "আমার প্রিয় সন্তানেরা তোমরা যাতে গুণাহ না কর সেই জন্যই আমি তোমাদের কাছে এইসব কথা লিখছি। তবে যদি কেউ গুনাহ করেই ফেলে তাহলে পিতার কাছে আমাদের পক্ষ হয়ে কথা বলবার জন্য একজন আছেন। তিনি 'ঈসা মসীহ আ., যিনি নির্দোষ। আমাদের গুনাহ দূর করার জন্য মসীহ নিজের জীবন কোরবানী করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করেন।"[৪০] দুনিয়ায় কেউ 'ঈসা মসীহ আ. কে স্বীকার করলে তিনিও পরকালে তার কথা মহান আল্লাহর নিকট স্বীকার করবেন এমর্মে 'ঈসা আ.-এর একটি অঙ্গীকার ইঞ্জিলে লক্ষ্য করা যায়।[৪১] এ বাণীতে মূলতঃ তাঁর বেহেশতী পিতার নিকট স্বীকার করার অর্থ তাঁর জন্য শাফা'আত করার বিষয়টি স্পষ্ট করে। ইঞ্জিলের ২৭শ সিপারায় প্রকাশিত কালাম অধ্যায়ে শাফা'আতের পরোক্ষ বর্ণনা বিদ্যমান। এ অধ্যায়ে উদ্ধৃত হয়েছে। "যার শুনবার কান আছে সে শুনুক। যে জয়ী হবে তাকে আমি জান্নাতুল ফেরদৌসের জীবন গাছের ফল খেতে দিব এবং তার জন্য সুপারিশ করব।"[৪২]

উল্লিখিত অধ্যায়ে আরো বর্ণিত হয়েছে, "যিনি প্রথম ও শেষ। তিনি এই কথা বলেছেন, তোমার কষ্ট ও অভাবের কথা আমি জানি। তুমি যে সব কষ্ট যোগ করতে যাচ্ছো তাতে মোটেও ভয় পেয়ো না। শোন, ইবলিশ তোমাদের মধ্যে কয়েকজনকে পরীক্ষা করবার জন্য কষ্ট দিবে। দশ দিন ধরে তোমরা কষ্ট ভোগ করবে। তুমি মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বম থেকো, তাহলে জয়ের মালা হিসাবে আমি তোমাকে জীবন দিবো।"[৪৩]

ইঞ্জিলের অন্য বিবরণে ঈসা আ. -এর উম্মাতের প্রতি তাঁর একটি উপদেশে পরোক্ষভাবে শাফা'আতের নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "বেহেশত ও দুনিয়ার সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে, এজন্য তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোকদের আমার উম্মাত বানাও। পিতা, পুত্র ও পাক রূহের নামে তাদের তরিকা বন্দী দাও। আমি তোমাদের যে সব হুকুম দিয়েছি তা পালন করতে তাদের শিক্ষা দাও। যুগের শেষ পর্যন্ত সব সময় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি।"[৪৪] যেহেতু ইঞ্জিলের মূল শিক্ষায় লক্ষ্য করা যায় যে, যথার্থ অনুযায়ী মানুষের প্রকৃত মৃত্যু নেই। মানুষ মৃত্যুর পর ফিরিশতায় রুপান্তরিত হবে এবং তিনি সে জীবনে তাদের সঙ্গে থাকবেন।[৪৫] সুতরাং আখিরাতে তার শাফা'আতের চেয়ে যারা দুনিয়ায় তাঁর প্রকৃত অনুসারী হতে সক্ষম হয়েছে তিনি তাদেরই মুক্তির সুসংবাদ দিয়েছেন।

আল-কুরআনের বিবরণে শাফা'আত

আল-কুরআনে বিভিন্ন স্থানে শাফা'আতের বিবরণ বিরাজমান। আখিরাতে মানুষ মহান আল্লাহর সম্মুখে নিজ নিজ অবস্থায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে থাকবে।[৪৬] আল-কুরআনে শাফা'আতের প্রসঙ্গটি চারভাগে বিবৃত হয়েছে। তবে প্রকৃত পক্ষে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ সা.-এর শাফা'আতের বিষয়টি এ পর্যায়ে অধিক গুরুত্বসহ উপস্থাপিত হয়েছে।[৪৭]

শাফা'আতের প্রথম প্রসঙ্গ

হাশরের দিন কাফির মুশরিকদের অবস্থা হবে অবর্ণনীয় কষ্টকর। মহান আল্লাহ তাদের উদ্ধৃত আচরণ ও অবাধ্যতার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে ইরশাদ করেন, ﴿اتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ "আর সেদিনের ভয় করো, যে তিনি কেউ কারো সামান্য উপকারে আসবে না এবং তার পক্ষে কোন সুপারিশও কবুল হবে না কারও কাছ থেকে ক্ষতিপুরণও নেয়া হবে না এবং তারা কোন প্রকার সাহায্যও পাবে না।"[৪৮] উল্লিখিত আয়াতে কাফিরদের জন্য কোন শাফা'আতকারীর শাফা'আত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে কাফিরদের জন্য কোন সুপারিশকারীই থাকবেনা।[৪৯] সুতরাং এ পর্যায়ে তাদের ভয়াবহ পরিণতিতেই আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। এ বিষয়টি মহান আল্লাহ বাণী, ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ۚ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ "আপনি তাদের আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। পাপিষ্ঠদের জন্য কোন বন্ধু নেই এবং উপকারকারীও নেই; যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে।"[৫০] কাফির ও অবাধ্যদের জন্য কোন শাফা'আতকারী থাকবে না বিষয়টি মু'মিনদেরকেও সতর্ক করে দিয়েছে। কেননা কোন মুমিন যদি ঈমান আনার পর কাফিরদের অনুকরণ অনুসরণ করে তবে তার ঈমান বিনষ্ট হলে তার এ বাহ্যিক ঈমান আখিরাতে কোন সুপারিশ প্রাপ্তির যোগ্যতা রাখবে না। এ প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ "হে ঈমানদারগণ, আমি তোমাদের যে রুজি দিয়েছি, সেদিন আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় কর, যাতে না আছে বেচা-কেনা, না আছে সুপারিশ কিংবা বন্ধুত্ব। আর কাফিররাই হলো প্রকৃত জালিম।"[৫১] শাফা'আতের বিষয়টি মহান আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতার আওতাভুক্ত, বিধায় তিনি কাফিরদের জন্য দয়াবান হবেন না, এমনকি কাউকে তাদের জন্য শাফা'আতের সুযোগও দিবেন না। এ বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ "আল্লাহ্, যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে বিরাজমান হয়েছেন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। এরপরও কি তোমরা বুঝবে না?"[৫২]

শাফা'আতের দ্বিতীয় প্রসঙ্গ

কাফির মুশরিক সম্প্রদায় পৃথিবীতে মহান আল্লাহর পরিবর্তে বিভিন্ন ব্যক্তি বস্তুর পূজা-আর্চনা ও তাদেরকে সর্ব শক্তিমান ও সৃষ্টিকর্তা, ত্রানকর্তা, জীবন ও জীবিকার মালিক সাব্যস্ত করার বিষয়টি মহান আল্লাহর পক্ষ হতে চরম ঘোষণা হয়েছে। এদ্‌তসংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন উপদেশও আল-কুরআনের অসংখ্য স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ উল্লিখিত ব্যক্তি-বস্তুর ক্ষমতা হাশরের দিনে তাদের জন্য উপকারে আসতে পারে এ বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে তাদের সতর্ক করে ইরশাদ করেন, ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ "আর তারা উপাসনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর, যা না তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে, না লাভ এবং তারা বলে, এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ে অবহিত করেছ, যে সম্পর্কে তিনি আসমান ও জমীনের কিছু জানেন না। তিনি পুত: পবিত্র ও মহান সে সমস্ত বিষয় থেকে তোমরা শিরক করছ।"[৫৩] মহান আল্লাহর নিকট এ সমূদয় বস্তু কোন শাফা'আত করতে পারবে না বিধায় এ বিষয়ে ইরশাদ করেন,

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍوَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖقَالُوا الْحَقَّ ۖوَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾

"বলুন, তোমরা তাদেরকে আহবান করো, যাদেরকে উপাস্য মনে করতে আল্লাহ ব্যতীত। তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অণু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়, এতে তাদের কোন অংশ নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহর সহায়কও নয়। যার জন্যে অনুমতি দেয়া হয়, তার জন্যে আল্লাহ ব্যতীত কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। যখন তাদের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে, তখন তারা পরস্পর বলবে, তোমাদের পালনকর্তা কি বলেন? তারা বলবে, তিনি সত্য বলেছেন এবং তিনিই সবার উপরে।"[৫৪] কাফিররা যাদের উপাসনা করে ত্রাণকর্তা মনে করতো হাশরে তারা কোন উপকার বা শাফা'আত করতে পারবে না এজন্য যে, সেদিন তারা মহান আল্লাহর ভয়ে নিজেদের জন্যই তো ভীত সন্ত্রস্ত্র থাকবে। কিভাবে তারা এদের সাহায্য করবে। এ বিষয়টি উল্লেখ করে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَٰدَىٰ كَمَا خَلَقْنَٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ۖوَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُون ﴾

"তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছ, আমি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তোমাদের যা দিয়েছিলাম, তা পশ্চাতেই রেখে এসেছ। আমি তো তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারীদের দেখছি না, যাদের সম্পর্কে তোমাদের দাবী ছিল যে, তারা তোমাদের ব্যাপারে অংশীদার। বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের দাবী উধাও হয়ে গেছে।"[৫৫]

শাফা'আতের তৃতীয় প্রসঙ্গ

হাশরে মহান আল্লাহর পরাক্রম ও একচ্ছত্র আধিপত্যের প্রকাশ ঘটবে। এসময় তিনি অত্যন্ত কঠোর হবেন। এসময় তাঁর সম্মুখে কেউ কোন কথা বলার সাহস রাখবেন না।[৫৬] প্রত্যেকেই ভয়ে ভীত-বিহবল হয়ে পড়বে। একঠিন মুহূর্তে মহান আল্লাহর বিশেষ দয়ায় নবী মুহাম্মদ সা. শাফা'আতের অনুমতি প্রাপ্ত হবেন।[৫৭]এ প্রেক্ষিতে ইরশাদ হয়েছে, ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖوَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ﴾ "কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? সম্মুখের অথবা পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারেনা। তাঁর আসন আসমান ও যমীন ব্যাপী হয়ে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয় না। তিনিই সর্বোচ্চ, মহীয়ান।" [৫৮] এদিন রাসুলে করীম সা. মর্যাদার চরম শিখরে আরোহণ করবেন। অন্য কোন নবী-রাসূল এমর্যাদা প্রাপ্ত হবেন না। হাশরে সমস্ত জাতি একত্রিত হবেন এবং প্রত্যেক নবীর শাফা'আতের জন্য তাঁদের নিকট আবেদন জানাবেন। কিন্তু নবীগণ অপারগতা প্রকাশ করবেন। এসময় একমাত্র রাসূলে করীম সা. সমগ্র মানব জাতির জন্য শাফা'আত করবেন। এদিনের এ মর্যাদাকে 'আলিমগণ শাফা'আতে কুবরা নামে আখ্যায়িত করেছেন।[৫৯] এ পরিপ্রেক্ষিতে ইরশাদ হয়েছে, ﴿عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ "হয়তবা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মাকামে মাহমুদে পৌছাবেন"[৬০] মাকামে মাহমুদা মুহাম্মাদ সা. এর সাথে নির্দিষ্ট।[৬১] উলেখ্যঃ হাশরের দিনে এ মর্যাদাপূর্ণ উপাধী সম্পর্কে 'আলিমগণ বিভিন্ন মতামত প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নে বর্ণিত মতগুলো অধিক প্রসিদ্ধ। ক) মাকামে মাহমুদা শাফা'আতের সর্বোচ্চ মাকাম[৬২] খ) হাশরে নবী করীম সা. কে প্রশংসার পতাকা দেয়া হবে এ পতাকা দেখে উম্মাত তাঁর নিকট শাফা'আতের জন্য ছুটে আসবে। গ) তিনি অসংখ্য মানুষকে জাহান্নামের মধ্য থেকে বের করে আনবেন। ঘ) তাঁর উম্মাতের শাফা'আতের জন্য মহান আল্লাহ তাঁকে তার কুরসীর পাশে বসাবেন যেন তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর উম্মাতের শাফা'আত করতে পারেন। ঙ) তিনি হাশরের দিনের মন্ত্রী। নবী করীম সা. জাহান্নামের দরজায় আসন গ্রহণ করবেন এবং এখান থেকে ফিরিয়ে তার অসংখ্য উন্মাতকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। চ) তিনি জান্নাতের দরজায় বসে তাঁর উম্মাতকে আহবান করতে থাকবেন, ফলে সবাই তাঁর দিকে ছুটে যাবে। তিনি তাদের চিহ্ন দেখে দেখে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। ছ) নবী সা. হবেন মহান আল্লাহর পক্ষ হতে শাফা'আতের জন্য জিব্রাঈল আ., ইব্রাহীম আ., মূসা আ. ও ইসা আ. -এর মধ্যে প্রধান ও শ্রেষ্ঠ সম্মানিত রাসুল। উক্ত তিনজন শাফা'আতের অনুমতি পাবেন। তাঁরা প্রিয় নবী মুহাম্মদ সা. -এর কারণেই শাফা'আতের সুযোগ পাবেন।[৬৩]

নবী করীম সা. সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমত, হাশরের ময়দানে তার প্রমাণ স্পষ্ট হয়ে যাবে। তিনি সকল মানুষের জন্য মহান আল্লাহর নিকট কঠিন বিপদের হাত থেকে মুক্তির শাফা'আত করবেন। এতে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন। এ প্রেক্ষিতে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,﴿يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِىَ لَهُۥ قَوْلًا﴾ "দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন এবং

যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন সে ছাড়া কারও সুপারিশ সেদিন কোন উপকারে আসবে না।"[৬৪] নবী করীম সা. সকল মানুষের জন্য যে শাফা'আত করবেন এরপরও তাঁকে আরো কতিপয় বিষয়ে শাফা'আতের সুযোগ দেয়া হবে, যা অন্য কোন নবী-রাসূলের জন্য সম্ভব হবে না। যেমন ক) মু'মিনদের জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য। খ) জান্নাতে মু'মিনদের মর্যাদা উন্নত করার জন্য। গ) জাহান্নাম নির্ধারিত হয়েছে এমন ব্যক্তিবর্গের মুক্তির জন্য ঘ) কবীরা গুণাহকারীদের মুক্তির জন্য। ঙ) তদীয় চাচা আবু তালিবের শাস্তি লাঘবের জন্য। জ) প্রথম পর্যায়ে মু'মিনদের হিসাববিহীন জান্নাতে প্রবেশের জন্য। ছ) মদীনাবাসীদের জন্য।[৬৫]

হাশরে নবী করীম সা. -এর মাকামে মাহমূদ প্রাপ্তির বিষয় নিম্নোক্ত সহীহ হাদীস থেকে সমর্থন ও হাশরের দিনের কঠিন বিপদের বাস্তবচিত্র অনুধাবন করা যায়। রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন,

﴿قال فهل سمعت بمقام مُحَّد ﷺ يعنى الذى يبعثه الله فيه قلت نعم قال فانه مقام مُحَّد صلى الله عليه و سلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج قال ثم نعت وضع الصراط و مر الناس عليه قال و اخاف ان لا اكون احفظ ذاك قال غير انه قد زعم ان قوما يخرجون من النار﴾[٦٦]

"তিনি বললেন, "আপনি কি মাকামে মুহাম্মাদের কথা শুনেছেন, যা আল্লাহ তাকে পাঠিয়েছেন, তিনি বললেন, হ্যাঁ, কারণ এটি মুহাম্মদের সা. এর মাকাম।" যার মাধ্যমে তিনি যাকে বের করেন তাকে বের করে আনেন। তারপর তিনি সীরাত এবং এর উপর দিয়ে যাওয়া লোকদের বর্ণনা করে বলেন, এবং আমি ভয় করি যে আমি তাদের রক্ষা করব না, তবে তিনি দাবি করেছিলেন যে তারা আগুন থেকে বেরিয়ে আসবে।"

শাফা'আতের চতুর্থ প্রসঙ্গ

হাশরের দিনে রাসূলে করীম সা.-এর শাফা'আতের কারণে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন এবং তাঁর উম্মাতদের মধ্যে সিদ্দীক, শহীদ, 'আলিম, এমনকি বয়স্ক মুসলিমগণ মহান আল্লাহর নিকট তাঁদের নিকটজনের জন্য শাফা'আতের সুযোগ লাভ করবেন। এ বিষয়টি সাময়িকভাবে আল-কুরআনে বিভিন্ন স্থানে উপস্থাপিত হয়েছে, আয়াত- ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦ﴾ "আছে এমন যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তার অনুমতি ছাড়া?"[৬৭] উল্লিখিত আয়াতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহর ক্ষমতা ও তাঁর আধিপত্য সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপনের কারো অধিকার নেই। সুতরাং তাঁর নিকট একে অপরের জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা কেউ রাখে না, তবে তাঁর কিছু বিশেষ বান্দা আছেন, যারা তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে মহান আল্লাহর নিকট সুপারিশ করার অধিকার প্রাপ্ত হবেন।[৬৮]

মুসলিম দার্শনিক মু'তাযিলা ও খারিযী সম্প্রদায় শাফা'আতের ব্যাপারে মত পার্থক্য করেন। জাহান্নামে প্রবেশের পর কোন মানুষ শাফা'আতের মাধ্যমে মুক্তি পাওয়া ও কবীরা গুনাহকারীর জন্য শাফা'আতের ব্যাপারে তাঁরা দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁদের যুক্তি হলো যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যাবে তারা কিভাবে শাফা'আতের মাধ্যমে মুক্তি পেতে পারে? যেহেতু কুফর ও শিরক মানুষকে স্থায়ী জাহান্নামের অধিবাসী করবে। কেননা আল-কুরআনে তাদের জন্য কোন শাফা'আতকারীর শাফা'আত গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ঘোষণা রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী, ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ – قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ – وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ – وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ – وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ – حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ – فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ "বলবে: তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নীত করেছে? তারা বলবে আমরা নামাজ পড়তাম না, অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না। আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত। অতএব সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না।"[৬৯] মু'তাযিলাদের উল্লিখিত অভিযোগের উপর আল-কুরআনের বাণী থেকেই যথার্থভাবে দেখা যায়, মহান আল্লাহ 'ঈসা আ. -এর আবেদন উদ্বৃত করেন, আল্লাহ বলেন, ﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ "যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ।"[৭০] উল্লিখিত আয়াতে যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে নিঃসন্দেহে তারা কবীরা গুনাহকারী, যার পরিণতি অবধারিত জাহান্নাম। এতদসত্ত্বেও তাদের জান্নাত প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত রয়েছে। সুতরাং পূর্বোক্ত আয়াত মূলতঃ কাফিরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কেননা উক্ত আয়াতে আখিরাতের অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী সম্প্রদায়ের জন্যই বিষয়টি স্পষ্ট উল্লেখ হয়েছে।

আল-কুরআনে অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ ইব্রাহীম আ. -এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইরশাদ করেন, ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضۡلَلۡنَ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِۖ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنِّيۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ "হে পালনকর্তা, এরা অনেক মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার এবং কেউ আমার অবাধ্যতা করলে নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৭১]। এতদ্বযতীত মহান আল্লাহ আল-কুরআনে গুনাহগারদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হলেও সেক্ষেত্রে যারা মহান আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ, তাদের জন্য ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ المتقين إِلَى الرحمن وَفْداً وَنَسُوقُ المجرمين إلى جَهَنَّمَ وِرْداً لاَّ

﴿يَمْلِكُونَ الشفاعة إِلاَّ مَنِ اتخذ عِندَ الرحمن عَهْداً﴾ "সেদিন আল্লাহর কাছে পরহিযগারদেরকে অতিথিরূপে সমবেত করব এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব। সে দয়াময় আল্লাহর কাছে থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত আর কেউ সুপারিশ করার অধিকারী হবে না।"[৭২] উল্লিখিত আয়াতে বা অঙ্গীকার সম্পর্কে 'আলিমগণের যৌক্তিক সিদ্ধান্ত হলো, এ অঙ্গীকার মূলত: কালিমা শাহাদাত। কেননা এ কালিমার মাধ্যমে মানুষ মহান আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। ফলে সে যদি তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করে, তবে তার অন্তরে উক্ত শাহাদাতের কারণে শাফা'আত লাভ হবে এবং জান্নাতে যেতে সক্ষম হবে। এ ক্ষেত্রে তাওবা না করার কারণে তাকে জাহান্নামে নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করতে হবে।[৭৩]

খারিজী সম্প্রদায় কবীরা গুনাহকারীকে যেহেতু সরাসরি কাফির মনে করে এজন্য তাঁরা এ ক্ষেত্রে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছেন, কিন্তু আল-কুরআনের আয়াতেই মহান আল্লাহ তাদেরকে তাওবা করার আহ্বান জানিয়ে ইরশাদ করেন, ﴿وتُوبُوا إِلى الله جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ "মু'মিনগণ তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[৭৪] উল্লিখিত আয়াতে মু'মিনদেরকে তাওবা করে পরিণামে সফলতা লাভের আহবান প্রমাণ করে যে, কবীরা গুনাহকারী কাফির হয় না।

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূল সা. কে মু'মিনদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন, ﴿ٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَىٰكُمْ﴾ "প্রার্থনা করুন, আপনার ত্রুটির জন্যে এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে, আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত।"[৭৫] এ প্রেক্ষিতে আরও ইরশাদ হয়েছে, ﴿وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ﴾ "আর যেসব লোক নিজেদের অনিষ্ঠ সাধন করেছিল, তখন তারা যদি আপনার কাছে আসত অত:পর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসুলও যদি তাদেরকে ক্ষমা করিয়ে দিতেন, অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত।"[৭৬] ঈমানদাদের জন্য মহান আল্লাহ অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন ফিরিশতাগণ সদা সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করার স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে ইরশাদ হয়েছে, ﴿ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا۟ وَٱتَّبَعُوا۟ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ﴾ "যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার প্রশংসা পবিত্রতা বর্ণনা করে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।"[৭৭] সুতরাং এ কথা দ্বিধাহীনভাবে প্রমাণিত যে, কবীরা গুনাহকারীরাও শাফা'আত লাভ করবে।"

তুলনামূলক পর্যালোচনা

উপরে উল্লেখিত শাফা'আত সম্পর্কে তাওরাত, ইঞ্জিল ও আল কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাওরাতে শাফা'আতের আলোচনা অস্পষ্ট। বর্তমানে সংশোধিত তাওরাতে শাফা'আত সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তাওরাত সংশোধনের পূর্বে মূল অংশে শাফা'আতের আলোচনা ছিল বলে জানা যায়। ইহুদিরা দাবি করেন তারা কিয়ামতের দিনে মুসা আ. তাদের জন্য শাফা'আত করবেন। তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবেন অথবা জাহান্নামে অবস্থানের সময়সীমা কমিয়ে দিবেন।[৭৮] কিন্তু মুসা আ. কর্তৃক তাদের জাহান্নামে না যাওয়া বিষয়ক শাফা'আতের বক্তব্যটি অস্পষ্ট। কেননা তাদের বড় একটি অংশ মনে করেন ইহুদীরা কখনো জাহান্নামে যাবে না। তারা যদি জাহান্নামে নাই যায় তাহলে তাদের পক্ষে শাফা'আত করার কোন অর্থ হয় না। তাই বলা যায় তাওরাতে শাফা'আত বিষয়ক আলোচনা অস্পষ্ট। আর বর্তমানে বিকৃত বাইবেলে শাফা'আত সম্পর্কে কোন তথ্যই পাওয়া যায় না।[৭৯]

অন্যদিকে, বর্তমানে প্রচলিত ইঞ্জিলে ঈসা আ. কর্তৃক তাঁর উম্মতের জন্য শাফা'আত সংক্রান্ত কোনো আলোচনা নেই। তবে স্বীয় উম্মতের পরিত্রানের জন্য তা আগমন এবং মহান আল্লাহ তা'আলা তাকে এ কারণেই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এ মর্মে ইঞ্জিলের অসংখ্য স্থানে উদ্ধৃতি বিদ্যমান। ইউহোন্নার লিপিতে ইসা আ. কর্তৃক শাফা'আতের বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, "আমার প্রিয় সন্তানেরা তোমরা যাতে গুনাহ না করো সেজন্যই আমি তোমাদের কাছে এসব লিখছি। তবে যদি কেউ গুনাহ করেই ফেলে তাহলে পিতার কাছে আমাদের পক্ষ হয়ে কথা বলার জন্য একজন আছেন। তিনি ঈসা মসিহ আ., যিনি নির্দোষ। আমাদের গুনাহ দূর করার জন্য মসিহ নিজের জীবন কোরবানী করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবেন।"[৮০] ইঞ্জিলের সাতাশ সিপারায় প্রকাশিত অধ্যায় শাফা'আতের পরোক্ষ বর্ণনা বিদ্যমান। সেখানেও বলা হয়েছে ঈসা আ. তাদের জন্য সুপারিশ করবেন এবং জান্নাতের ফল খেতে দিবেন। ইঞ্জিলের অন্যান্য বিবরণে উম্মদের প্রতি তার নির্দেশনা ও উপদেশ থেকেও শাফা'আতের নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি তার উম্মতকে বলেছিলেন, "বেহেশ্‌ত ও দুনিয়ার সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে এজন্য তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোকদের আমার উম্মত তৈরি কর, পিতা পুত্র ও পাক রুহ এর নামে তাদের তরিকা বন্দি করো। যুগের শেষ পর্যন্ত আমি তোমাদের সঙ্গে আছি এবং তোমাদের সঙ্গেই

থাকব।"[৮১] এসব বর্ণনা থেকে বোঝা যায় খ্রিস্টানরা তাদের নবী ঈসা আ. থেকে শাফা'আত পাবে বলে বিশ্বাস করে।

শাফা'আত সম্পর্কে স্পষ্ট আলোচনা এসেছে পবিত্র আল কুরআনে। আল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে শাফা'আতের বিবরণ বিরাজমান। আখিরাতে মানুষ মহান আল্লাহর সম্মুখে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সাহায্য কামনা করতে থাকবে। তখন তারা অস্থির হয়ে বিভিন্ন নবীর কাছে যাবেন। অন্যান্য নবীগণ তাদের উম্মতের জন্য শাফা'আতে সুগরা বা ছোট শাফা'আত করবেন। কিন্তু শাফা'আতে কুবরা বা বড় শাফা'আত আখেরি নবী মুহাম্মদ সা. ছাড়া অন্য কোন নবী করতে পারবেন না। শাফা'আতে কুবরা কিয়ামতের দিন হিসাব শুরু করার আগে হবে। যখন সমস্ত উম্মত হয়রান হয়ে চারদিকে ঘোরাঘুরি করবে। সব নবীর কাছে কিয়ামত শুরু হওয়ার জন্য আর্জি করবে। কিন্তু সবাই একে একে ফিরিয়ে দিবেন। তারা সবাই শেষ নবী মুহাম্মদ সা. কাছে যেতে বলবেন। পরিশেষে বিশ্বনবী মুহাম্মদ সা. আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন এবং আল্লাহ তা গ্রহণ করে হিসাব শুরু করবে।[৮২] কিন্তু কিয়ামতের দিনে শাফা'আত শুধুমাত্র ঈমানদারদের জন্য হবে। বেইমান ও কাফেররা শাফা'আত থেকে বঞ্চিত থাকবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন, ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ۚ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ "আপনি তাদের আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। পাপিষ্ঠদের জন্য কোন বন্ধু নেই এবং সুপারিশকারীও নেই; যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে।"[৮৩] শাফা'আতের অনুমতির সাপেক্ষে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালামে অসংখ্য আয়াত নাজিল করেন। সূরাহ আল বাকারার ১৫৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নবী মুহাম্মদ সা. এর শাফা'আতের অধিকারের কথা আলোচনা করেছেন। এমন অন্যান্য অনেক আয়াতে আল্লাহ শাফা'আতের কথা বর্ণনা করেছেন।

সর্বশেষে বলা যায়, তাওরাতের শাফা'আতের কথা অস্পষ্ট। ইঞ্জিলে শাফা'আত বিষয়ে বর্ণনা এসেছে কিন্তু সেগুলো বিকৃত করা হয়েছে। শাফা'আতের স্পষ্ট বর্ণনা এসেছে পবিত্র আল-কুরআনে।

উপসংহার

শাফা'আতে বিশ্বাস করা মৌলিক আকিদা সমূহের মধ্যে অন্যতম। তাওহিদ, রিসালাত, আখেরাত ও নবী রাসূলগণের বিশ্বাসের সাথে সাথে তাদের শাফা'আত কে সত্য বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করা জরুরি। এ বিশ্বাস ছাড়া মুমিন হওয়া যায় না। মহান আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনের অসংখ্য আয়াতে শাফা'আতের কথা উল্লেখ করেছেন। মহানবী সা. অগণিত হাদীসে শাফা'আতের বর্ণনা দিয়েছেন। আল কুরআনের আয়াত এবং মহানবী সা. এর হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হওয়ায় শাফা'আত কে বিশ্বাস করা অত্যাবশ্যক হয়ে গেছে। তাই শাফা'আতে বিশ্বাস করা ঈমানের একটি অংশ। শাফা'আত মুমিনদের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ। আল্লাহ তা'আলা শাফা'আতের মাধ্যমে অসংখ্য পাপীদের গুনাহ মাফ করে জান্নাতে প্রেরণ করবেন। অনেকের শাফা'আতের মাধ্যমে জাহান্নামের কষ্ট কমিয়ে দেবেন। তাই সব ঐশী ধর্মেই শাফা'আতের বিষয়ে বর্ণনা এসেছে। শাফা'আতকে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে ইসলাম ধর্মে শাফা'আতের গুরুত্ব অপরিসীম। নবী করীম সা. শাফা'আতের মাধ্যমে অসংখ্য উম্মতকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

[১] আব্দুল কাদির আল মুহাম্মাদি, *আশ শাফা'আতু ফিল হাদীসিন নবুবী* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ,২০০৮ খ্রি.), পৃ. ২৪।

[২] রাগিব আল ইস্পাহানী, *আল মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন* (কায়রোঃ দারুল হাদীস, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৪৫৭।

[৩] আলী ইবন মুহাম্মাদ আল জুরজানী, *আত তা'রিফাত* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ১২৭।

[৪] *আশ শাফা'আতু ফিল হাদীসিন নবুবী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৪।

[৫] আমিনুল ইসলাম, *শাফা'আত ও উসিলা* (ঢাকাঃ পিস পাবলিকেশন, ২০১৩ খ্রী.), পৃ. ৯।

[৬] যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. থেকে হাদীসটি বর্ণিত, হাদীসটি বিশুদ্ধ মাওকুফ। হাদীসটি তাবারানী ও মুয়াত্তা মালিকেও বর্ণিত হয়েছে।

[৭] হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রা. থেকে মাওকুফ সনদে বর্ণিত। জাবীর রা. থেকে হাদীসটি মারফু সনদে বর্ণিত। ইবনু হিব্বান, *আস সাহীহ*, ১০ম খন্ড (বৈরূতঃ দারুল মা'আরিফ,২০০৫ খ্রি.), পৃ ১৯৮, হাদীস নং-১০৪৫০।

[৮] সূরাহ্ আল-ফাযরঃ ০৩।

[৯] সূরাহ্ আয-যারিয়াতঃ ৪৯।

[১০] সূরাহ্ আন-নিসাঃ৮৫।

[১১] ড. মুহাম্মদ সাইয়্যেদ তানতাভী, *আত-তাফসীর আল ওয়াসীত লিল কুরআনিল কারীম*, ৩য় খণ্ড (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, তা.বি.), পৃ. ২৪২-২৪৩।

[১২] আব্দুল্লাহ আব্দুল কাদির, *আশ-শাফা'আতু ওয়া আনওয়াউহা ফিস সুন্নাতিল মুত্বাহহারাহ* (রিয়াদঃ মাকতাবাতুল ফিকর, তাবি.), পৃ. ০৬।

[১৩] আবু আল ফিদা ইবন কাসীর, *আন নিহায়াতু ফী গারীবিল হাদীসি ওয়াল আসার*, ৫ম খন্ড (বৈরূতঃ আল মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, ১৩৯৯ হি.), পৃ. ৪৮৫।

[১৪] মুহাম্মদ আলী আত থানূভী, *কাশশাফু মুস্তালাহাতিল ফুনূন*, ২য় খন্ড (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৫০৬।

[১৫] *আত তা'রিফাত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭।

[১৬] *শাফা'আত ও উসিলা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০।

[১৭] মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম, *মুওয়াসসাসাতুল ফিকহিল ইসলামী* (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, তা.বি.), পৃ.৬১৫।

[১৮] *শাফা'আত ও উসিলা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৭৮।

[১৯] *আশ-শাফা'আতু ওয়া আনওয়াউহা ফিস সুন্নাতিল মুত্বাহহারাহ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০।

[২০] মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বুখারী, *আল জামি'উস সহীহ* (রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০৬ খ্রি.), হাদীস নং-৩২৩।

[২১] আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ'আশ, *আস সুনান* (রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১৯৯৯ খ্রি.), হাদীস নং ৩৫৫২ ।

[২২] ইউসুফ আল গাফিস, শরহুত ত্বহাবী (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ৭।

[২৩] আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরী, *আস সাহীহ* (রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১৯৯৯ খ্রি.), হাদীস নং-৩৭৯।

[২৪] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং-৩৮২।

[২৫] শায়খ ইবরাহীম ইবন আব্দিল্লাহ হারিযমী, *আশ-শাফা'আতু ওয়া বয়ানু আল্লাজিনা উয়ুশফাউন* (রিয়াদঃ আল মাকতাবাতুল তা'য়াউন, তা বি), পৃ. ১২৪।

[২৬] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল মুসনাদ*, ৩য় খন্ড (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৩ খ্রি.), হাদীস নং-১৪৪ ও ২৪৭।

[২৭] *শাফা'আত ও উসিলা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০।

[২৮] *সুনানু আবি দাউদ*, ৪র্থ খন্ড, হাদীস নং-৪১৬।

[২৯] সূরাহ্ আত তুরঃ ২১।

[৩০] আবু আল ফিদা ইবন কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম* (কায়রোঃ মু'য়াসাসাতুল মুখতার, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৪১৯।

[৩১] *আশ শাফা'আতু ফিল হাদীসিন নবুবী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪।

[৩২] *আশশাফা'আতু ওয়া বয়ানু আল্লাজিনা উয়ুশফাউন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬।

[৩৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং -৪০৬।

[৩৪] সূরাহ্ আল-বাকারাহঃ ৮০- ৮১।

[৩৫] ড. আহমাদ শালাবী, *মুকারানাতুল আদইয়ান আল-ইয়াহুদিয়্যাহ* (মিশরঃ মাকতাবাতুন নাহদাহ আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ২৭৮।

[৩৬] *প্রাগুক্ত*।

[৩৭] সূরাহ্ আল-মায়িদাঃ ১৮।

[৩৮] সূরাহ্ আল-বাকারাহঃ ৮১।

[৩৯] ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না, ২৩তম সিপারা, ৮-১০।

[৪০] *প্রাগুক্ত*।

[৪১] *প্রাগুক্ত*, মথিঃ ১০ঃ ৩২।

[৪২] *প্রাগুক্ত*, প্রকাশিত কালাম, ২:৭।

[৪৩] *প্রাগুক্ত*, প্রকাশিত কালাম-২:৯-১০।

[৪৪] *প্রাগুক্ত*, মথিঃ ২৮ঃ ১৮-২০।

[৪৫] *প্রাগুক্ত*, মার্কঃ ১২ঃ ১৮-২৭।

[৪৬] আবু আব্দিল্লাহ আল কুরতুবী, *আল জামি' লি আহকামিল কুরআন*, ১ম খণ্ড (কায়রোঃ দারুল হাদীস, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ২৫৬-২৫৭।

[৪৭] আবু খালাদ নাসির বিন সাঈদ, *আর রিহলাতু ইলাদ দারিল আখিরাহ* (মিশরঃ দারু ইবনে খুজাইমা, তা বি), পৃ. ৪৮।

[৪৮] সূরাহ্ আল-বাকারাঃ ৪৮।

[৪৯] *শাফা'আত ও উসিলা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩।

[৫০] সূরাহ্ আল-মু'মিনঃ ১৮।

[৫১] সূরাহ্ আল-বাকারাহঃ ২৫৪।

[৫২] সূরাহ্ আয-সিজদাঃ ৪

[৫৩] সূরাহ্ ইউনুসঃ ১৮।

[৫৪] সূরাহ্ আস-সাবাঃ ২২-২৩।

[৫৫] সূরাহ্ আল-আন'আমঃ ৯৪।

[৫৬] *আর রিহলাতু ইলাদ দারিল আখিরাহ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮।

[৫৭] *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৯।

[৫৮] সূরাহ্ আল-বাকারাহঃ ২৫৫।

---

৫৯ اذهبوا إلى غيرى اذهبوا الى عيسى فيأتون عيسى فيقولون باعيسى انت رسول الله وكلمته القاها الى مريم و روح منه و كلمت الناس في المهد اشفع لنا ربك الا ترى ما نحن فيه فيقول عيسى ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله و لم يذكر دنيا نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيرى اذهبوا الى مُحَمَّد صلى الله عليه و سلم قال فيأتون مُحَمَّدا صلى الله عليه و سلم فيقولون يا مُحَمَّد انت رسول الله و خاتم الانبياء و غفر لك ما تقدم من ذنبك و ما تاخر اشفع لنا إلى ربك الا ترى من نحن فيه فانطلق فاتي تحت العرش فاخروا ساجداً لربى ثم يفتح الله على من محامده و حسن الشاء عليه شيأ لم يفتحه على احد قبلي ثم يقال يا مُحَمَّد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فارفع رأسى فاقول يا رب امتى يا رب امنى يا رب " امتى فيقول يا مُحَمَّد ادخل من امتك من الاحساب عليه :দ্র: জামি'উত তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০।

৬০ সূরাহ্ বনি ইসরাইল: ৭৯।

৬১ ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী, *তাফসিরুল কাবীর* (মিশর: মুস্তফা আল বারি আল হালাবি, তা বি), পৃ. ৩৭৮।

৬২ *শাফা'আত ও উসিলা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭।

৬৩ আব্দুর রহীম, *হায়াতুল আখিরাহ*, ১ম খণ্ড (কায়রো: মুয়াসাসাতুল মুখতার, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৩০৭-৩১১।

৬৪ সূরাহ্ ত্বহা: ১০৯।

৬৫ *হায়াতুল আখিরাহ্*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৯।

৬৬ সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭।

৬৭ সূরাহ্ আল-বাকারা: ২৫৫।

৬৮ *মা'আরেফুল কুরআন*, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬১৪।

৬৯ সূরাহ্ আল-মুদ্দাসির: ৪২-৪৮।

৭০ সূরাহ্ আলে-মায়িদা: ১১৮।

৭১ সূরাহ্ আল ইবরাহীম: ৩৬।

৭২ সূরাহ্ আল মারইয়াম: ৮৫-৮৭।

৭৩ *হায়াতুল আখিরাহ*, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪১।

৭৪ সূরাহ্ আন-নূর: ৩১।

৭৫ সূরাহ্ মুহাম্মদ: ১৯।

৭৬ সূরাহ্ আন-নিসা: ৬৪।

৭৭ সূরাহ্ আল-গাফির: ৭।

৭৮ সূরাহ্ আল-বাকারাহ: ৮০- ৮১।

৭৯ ড. আহমাদ শালাবী, *মুকারানাতুল আদইয়ান আল-ইয়াহুদিয়্যাহ*, পৃ. ২৭৮।

৮০ ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না, ২৩তম সিপারা, ৮-১০।

৮১ মথি: ২৮: ১৮-২০।

৮২ আল বুখারী, *আল জামি' উস সহীহ*, হাদীস নং-৩২৩।

৮৩ সূরাহ্ আল-মু'মিন: ১৮।